The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (P 149 - 158)
Published in October, 2023

শেখ সাদির কাব্য-দর্শন

ড. আব্দুল করিম*

প্রতিপাদ্যসার

ফারসি সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ নৈতিক কবি হলেন শেখ সাদি। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সাধক, দার্শনিক, পর্যটক, নীতিমূলক রচনার শিক্ষক এবং রাজনীতি ও প্রশাসনের পথ প্রদর্শক। তাঁর রচিত *বোস্তান*, *গুলিস্তান*, *গাজালিয়াতে সাদি প্রভৃতি* কাব্যগ্রন্থসমূহ তাঁকে অমর করে রেখেছে। বিশেষ করে *বোস্তান* কাব্যগ্রন্থটি নৈতিক গ্রন্থের মডেল হিসেবে সারা বিশ্বের সাহিত্যিকদের মাঝে অনুকরণীয় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এতে তিনি নৈতিক শিক্ষাকে অত্যন্ত সহজ-সরল ভাষায় কাব্যে রূপ দিয়েছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যার দিক তুলে ধরেছেন এবং স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে একাধিক গল্প বর্ণনা করে সেটি সমাধানের পন্থা নির্দেশ করেছেন। তিনি নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমাজকে পরিশুদ্ধির একমাত্র ও সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা মনে করতেন। তাঁর এসব নৈতিক উপদেশ পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে বর্ণিত হয়েছে যা ধর্মীয় জীবন গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। এ ছাড়া তাঁর কাব্যসমূহে জীবনের উত্থান-পতনে মানুষ কী কী গুণ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলে মানুষ নামের সার্থকতা ও স্বকীয় ঐতিহ্য ঠিক রাখতে পারে এবং একজন মানুষের নৈতিক উন্মেষ ও চারিত্রিক মাধুর্য তাঁকে কোন পর্যায় উন্নীত করতে পারে তারই একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শেখ সাদিকে গজলের ইমাম হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়। তিনি ফারসি গজল রচনার ক্ষেত্রেও অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হন। ফারসি কাসিদা রচনার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে শেখ সাদির সংক্ষিপ্ত জীবনী, কাব্যগ্রন্থ এবং কাব্যের দর্শন আলোকপাত করা হয়েছে।

১

ফারসি কাব্য সাহিত্যের আকাশে প্রথম শ্রেণির উজ্জ্বলতম নক্ষত্রগুলোর মধ্যে শেখ সাদি অন্যতম। তিনি ইরানের কাব্যকুঞ্জের বুলবুল হিসেবে দেশে-বিদেশের সর্বত্রই সমাদৃত হয়েছেন। এই মহান কবির আসল নাম মুসলেহ, উপাধি মোশার্‌রফ উদ্দিন এবং কাব্যনাম সাদি (মোহাম্মদ জাফর ইয়াহ্‌কি ১৩৭৭, ১৭০)। তাঁর পুরো নাম আবু মুহাম্মদ মোশার্‌রফ

* সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

উদ্দিন মুসলেহ বিন আব্দুল্লাহ বিন মোশার্‌রফ সাদি শিরাজি (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৫৮৪-৫৮৫)। ইরানের পুণ্যভূমি শিরাজ নগরে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে সাদি শিরাজি বলা হয় (মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম ১৯৮৯, ১৩৫)। তবে তিনি সর্বসাধারণের কাছে শেখ সাদি ও সাদি নামেই সমধিক পরিচিত। আব্দুর রহমান জামি তাঁকে বুলবুলে শিরাজ বা শিরাজের বুলবুল বলে আখ্যায়িত করেছেন (আবদুস্ সাত্তার ১৯৭৯, ৬৩)। শেখ সাদির পূর্বপুরুষগণ বিজয়ী আরব সেনাদের সাথে ইরানে এসেছিলেন। তাঁরা শিরাজ নগরীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন (নাজিম উদ্দিন ভূইয়া ১৯৯৫, ১০)। শেখ সাদির পিতামহ শরফুদ্দিন একজন বিজ্ঞ আলেম ও খ্যাতিমান সুফি সাধক ছিলেন। তিনি ওয়াজ-নসিহত করে মানুষকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বান করতেন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ একজন বিশিষ্ট আলেম ও পিতার ন্যায় ধর্মানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজেকে হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর বলে দাবী করতেন। তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ শিরাজের বাদশাহ আতাবেক সাদ বিন জঙ্গীর রাজদরবারে চাকুরি করতেন (আল্লামা শিবলি নোমানি তা.বি., ২৫)। বাদশাহ আতাবেক সাদ জঙ্গীর সাথে তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। এ সময়ে আব্দুল্লাহ ইরানের এক সম্ভ্রান্ত দলপতির কন্যা মাইমুনা খাতুনকে বিয়ে করেন। এ মহীয়সী রমনীর গর্ভেই তিনি ১১৮৪ (মতান্তরে ১১৮৫, ১১৯১, ১১৯৩) খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন (আযিমুল হক জোনাইদি ও মোহাম্মদ তাহের ফারুকি ১৯৬০, ১৮৩)।

শেখ সাদির পিতা আব্দুল্লাহ পুত্রের লেখাপড়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। তিনি খুব কম বয়সেই লেখাপড়া শুরু করেন এবং পিতার তত্ত্বাবধানে থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা শিরাজ নগরে শেষ করেন (J. A. Boyle 1964, 595)। তাঁর বয়স যখন দশ বছর তখন তিনি পিতার সাথে মক্কায় যান এবং পবিত্র হজ্ব পালন করেন। শৈশবে তিনি পরম সুখে লালিত-পালিত হন। কিন্তু তাঁর এ সুখ বেশি দিন দীর্ঘায়িত হয়নি। মাত্র এগার বছর বয়সে তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৫৯২)। শেখ সাদির পিতার অকাল মৃত্যু হলেও তাঁর মাতা মধ্য বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁর কাছে থেকেও জীবনোপযোগী পাথেয় গ্রহণ করেন। তিনি আল্লামা কুতুব উদ্দিন শিরাজির কাছে স্বীয় পুত্রের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর কাছে থেকে তিনি সাহিত্য ও শরিয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৫৯২)। এরপর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বাগদাদ গমন করেন এবং নিজামিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। সেখানে তিনি কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ, মানতেক, দর্শন, ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন (W. G. Archer and G.M. Wickens 1964, 35)। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি নিজামিয়া মাদরাসা থেকে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করে 'মাওলানা' উপাধি লাভ করেন (মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম ১৯৮৯, ১৩৭)। এরপর তিনি সুফি সাধক শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি[1] এর মুরিদ হন এবং সুফি সাধনার বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

শেখ সাদি ১২২২-২৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদ ত্যাগ করেন এবং সিরিয়া, দামেস্ক, হেজাজ, লেবানন, রোম, মক্কা এবং দক্ষিণ আফ্রিকাসহ প্রভৃতি দেশের শহরসমূহ পরিভ্রমণ করে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করেন (Tanwir Ahmed 1991, 181)। এ ছাড়াও তিনি কাশ্‌গর, নাজাফ, কারবালা, হিন্দুস্তান এবং তুর্কিস্তান ভ্রমণ করেন (পারভেজ আতাবেকি ১৯৯৬, ৬)। তাঁর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে সময় লেগেছে ত্রিশ বছর। এই ত্রিশ বছর পরিভ্রমণে তিনি চৌদ্দ বার পবিত্র হজ্ব পালন করেন (মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানি তা.বি., ৪৩৮)। বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ শেষে দীর্ঘ ত্রিশ বছর পর তিনি ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে শিরাজ নগরীতে ফিরে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এ সময় থেকেই তিনি ফারসি সাহিত্য সাধনা এবং কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তবে তিনি জীবনের শেষ পর্যায়ে স্বীয় খানকায় মোরাকাবা, মোশাহেদা ও ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করেন। সে সময় শিরাজের বহু লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অবশেষে ১২৯২ খ্রিস্টাব্দে শেখ সাদি উক্ত খানকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৫৯৯)।

২

শেখ সাদি ফারসি সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় এবং প্রসিদ্ধ নৈতিক কবি। তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য সংকলন হলো *সাদি নামে* যা পরবর্তীতে *বুস্তান* নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে (হাসান আনওয়ারি তা.বি., ১৮)। বুস্তান শব্দের অর্থ বাগান। এ কাব্যগ্রন্থে চার হাজারেরও বেশি পঙ্‌ক্তি রয়েছে। তিনি ৬৫৫ হিজরি মোতাবেক ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এ কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন (মাহমুদুল হাসান নিজামী ২০১৭, ১২)। শেখ সাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে এই কাব্যগ্রন্থটিকে দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলো হলো ১ম অধ্যায় : ন্যায় বিচার ও রাজ্য চালনার পদ্ধতি, ২য় অধ্যায় : বদান্যতা, ৩য় অধ্যায় : প্রেম, মত্ততা ও শোরগোল, ৪র্থ অধ্যায় : বিনয় ও নম্রতা, ৫ম অধ্যায় : সন্তুষ্টির ফজিলত, ৬ষ্ঠ অধ্যায় : অল্পে তুষ্টি, ৭ম অধ্যায় : প্রশিক্ষণ, ৮ম অধ্যায় : স্বাস্থ্য ও সুস্থতার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৯ম অধ্যায় : তওবা এবং ১০ম অধ্যায় : মোনাজাত ও গ্রন্থ সমাপ্তির বর্ণনা (মোহাম্মদ খাযায়েলি ১৩৭২, সূচিপত্র)। এই দশটি অধ্যায় সম্পর্কে শেখ সাদি বলেন,

و ایـــــــن کـــــــاخ دولــــــــت بپـــــــرداختم   بـــــــرو ده دراز تربیــــــت ســـــــاختم

(মোহাম্মদ আলি ফারুগি ১৩৮৩, ২০৫)

আমি যখন এই সম্পদের প্রাসাদ সুসজ্জিত করলাম
তাতে শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য দশটি দরজা নির্মাণ করলাম।

শেখ সাদি রচিত অপর একটি কাব্যগ্রন্থ হলো *গাজালিয়াতে সাদি*। তাঁকে গজল[২] কবিতার ওস্তাদ বলা হয়। তিনি গজলে প্রেম, প্রেমাসক্তি, সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা প্রভৃতি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এ ছাড়াও তিনি এতে মাঝে মাঝে নৈতিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছেন (মালেকুশ শুয়ারা বাহার ১৩৭৩, ২০৯)। নিচে শেখ সাদির গজল থেকে একটি বেইত তুলে ধরা হলো,

آمـــدی وه کـــه کـــی چـــه مشـــتاق و پریشـــان بـــودم   تا برفتی ز برم صورت بی جان بودم

(মোহাম্মদ আলি ফারুগি ১৩৮৩, ৫৫১)

তুমি এসেছ, হে প্রিয়া! অধীর আগ্রহে ছিলাম পেরেশান
তুমি চলে গেলে, রেখে আমায় নিষ্প্রাণ।

কবি শেখ সাদির *কাসায়েদে ফারসি* নামে অপর একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। তিনি কাসিদা[৩] রচনার ক্ষেত্রে নিজস্ব আত্ম পরিশুদ্ধির সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গি এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি একত্ববাদ, বাদশাহদের প্রশংসা, উপদেশ ও নসিহত প্রভৃতি বিষয়ে কাসিদা রচনা করেছেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৬০৬)। তিনি বাদশা ও আমিরদের প্রশংসায় দু'চারটি প্রশংসামূলক কাসিদা রচনা করেছেন। এরপর উপদেশ ও নসিহতমূলক বক্তব্য শুরু করেছেন। তিনি তাঁর কাসিদায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্ব, সৃষ্টির প্রতি সমবেদনা ও আত্মার পরিশুদ্ধির প্রতি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়াও তিনি বসন্তকাল, শিরাজ নগরী, শবে বরাত, মাহে রমযানের উপর কাসিদা রচনা করেছেন। অন্যান্য কবিদের মতো তাঁর কাব্য শুধু নিজের মনের শান্তির জন্য ছিল না বরং তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতির উন্নতি সাধন (শায়খ সাদি ১৯৯৩, ৬-৮)। নিচে শেখ সাদির কাসিদা থেকে একটি বেইত তুলে ধরা হলো,

بـــــــراه تکلـــــــف مـــــــرو ســـــــعدیا اگـــــر صـــــدق داری بیـــــار و بیـــــا
(মোহাম্মদ আলি ফারুগি ১৩৮৩, ২০৯)

হে সাদি! অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ির পথে যেওনা
যদি সত্য কিছু জান, তবে তা নিয়ে এসো।

শেখ সাদি অন্যান্য কবিদের ন্যায় *মর্সীয়া বা শোকগাথা* রচনা করেছেন। তিনি মর্সীয়ার নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। তিনি ব্যক্তির উপর মর্সীয়া রচনা করতে গিয়ে পুরো জাতিকে তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আব্বাসীয় খলিফা আল মোসতাসিম বিল্লাহর পতন এবং হালাকু খান কর্তৃক বাগদাদ আক্রমণ, ধ্বংস, লুণ্ঠণ ও গণহত্যায় মর্মাহত হয়ে এক বেদনা-দায়ক ও মর্মস্পর্শী শোকগাথা রচনা করেছেন (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৬০৬)। নিচে বাগদাদ নগরীর ধ্বংসের উপর রচিত শেখ সাদির শোকগাথার দু'টি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরা হলো:

آســمان را حــق بــود گــر خــون ببــارد بــر زمــین بــر زوال ملــک مستعصــم امیــر المــؤمنین
ای محمــد گــر قیامــت مــی بــر آری ســر ز خــاک ســر بــر آور ویــن قیامــت درمیــان خلــق بــین
(মোহাম্মদ আলি ফারুগি ১৩৮৩, ৭৬৪)

আকাশের উচিত আজ রক্তাশ্রু করে বর্ষণ
মুসতাসিম বিল্লাহর ঐ ধ্বংসের কারণ।
হে মোহাম্মদ! মাটি থেকে মাথা তুলবে কিয়ামতে
সৃষ্টি লোকের এই কিয়ামত দেখে যাও নয়নেতে।

এছাড়া তাঁর আরেকটি কাব্যগ্রন্থ হলো *সাহেবিয়া*। এটি কিছু ফারসি ও আরবি কেতা[৪] এর সমষ্টি যা তিনি শামসুদ্দিন জুয়াইনিকে উদ্দেশ্য করে রচনা করেছেন। শেখ সাদি এবং শামসুদ্দিন জুয়াইনির মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততা ছিল বলে এ সকল কবিতাকে *সাহেবিয়া* নামকরণ করা হয়েছে। এর অধিকাংশ কবিতা উপদেশ ও নসিহত সম্বলিত। এ ছাড়া তাঁর কবিতায় সৌন্দর্য এবং প্রেমের বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় (যবিহ উল্লাহ সাফা ১৩৯০, ৬০৭)।

৩

আল্লাহ তায়ালা হলেন সর্ব শক্তির আধার, শাশ্বত ও চিরন্তন। তিনি একমাত্র সম্মান ও মর্যাদার একচ্ছত্র অধিপতি। শেখ সাদির মতে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিপালক, তিনি প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। আমাদের কথা বলার জন্য বাক্‌শক্তি প্রদান করেছেন। আমরা আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিবিধি দ্বারা যে সব কাজ করে থাকি, ভাব-ভঙ্গি দ্বারা যা দেখিয়ে থাকি এবং মুখ দ্বারা যতো বাক্য উচ্চারণ করে থাকি, এর সব কিছুই আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ (মোস্তাক আহ্‌মাদ ২০১৭, ১১)। শেখ সাদি *বুস্তান* কাব্যগ্রন্থে বলেন:

بــه نــام خداونــد جــان آفــرین حکــــــیم ســــــخن در زبــــــان آفــــــرین
خداونــــــد بخشــــــنده دســــــتگیر کــــــریم خطــــا بخــــش پــــوزش پــــذیر
(গোলাম হোসাইন ইউসুফ ১৩৫৯, ১)

আল্লাহ হলেন বিশ্ব প্রতিপালক ও প্রাণ সৃষ্টিকারী
যিনি বাক্ শক্তি প্রদানকারী ও মহাজ্ঞানী।
তিনি ক্ষমাকারী ও সাহায্যকারী
তিনি উদার ভুল ক্ষমাকারী এবং ক্ষমা প্রার্থনা অনুমোদনকারী।

আল্লাহ তায়ালা হলেন আমাদের রিযিকদাতা। তিনি আমাদের অপরাধের জন্য কারো রিযিক বন্ধ করে দেন না। পৃথিবীতে যদি কেউ নিজ পিতার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাহলে পিতা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু বান্দা শত অপরাধ করার পরও তাকে মহান আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করে দেন। আপন সহনশীলতার মহিমায় তার সকল অপরাধ ঢেকে রাখেন। তার নেয়ামত সবাই সমানভাবে ভোগ করেন। পাপ-পুণ্যের ভিত্তিতে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। সুতরাং সব অবস্থাতেই আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করা আমাদের কর্তব্য। শেখ সাদি বলেন,

و لکین خداوند بالا و پست به عصیان در رزق بر کس نیست
ادیم زمین سفره عام اوست بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست

(মোহাম্মদ খাযায়েলি ১৩৭২, ৩৫-৩৬)

কিন্তু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের মহান খোদা
কারো অবাধ্যতার কারণে রিযিকের দরজা বন্ধ করেন না।
পৃথিবীর সব জায়গা তাঁর সাধারণ দস্তরখান,
সেখানে গনিমতের মালের মতো বন্ধু-শত্রু সবাই সমান।

আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য অসংখ্য নবী ও রাসুল পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.) হলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল। শেখ সাদি সেই মহান সম্মানিত নবীর প্রশংসা করে নিজে সম্মানের আসন লাভ করেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর চারিত্রিক বিষয় থেকে আরম্ভ করে প্রায় সকল বিষয়ের প্রশংসা অতি সুন্দর ভাষায় চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। এই সম্পর্কিত শেখ সাদির দু'টি বেইত তুলে ধরা হলো-

کریم السجایا جمیل الشیم نبی البرایا شفیع الامم
امام رسل پیشوای سبیل امین خدا مهبط جبرئیل

(গোলাম হোসাইন ইউসুফ ১৩৫৯, ৪)

মহানবী (সা.) সর্বোত্তম স্বভাব ও সচ্চরিত্রের অধিকারী
সমস্ত সৃষ্টি জীবের নবী ও উম্মতের সুপারিশকারী।
সকল রাসুলের ইমাম ও পথপ্রদর্শক
আল্লাহর আমানতদার ও জিব্রাইল (আ.) এর অবতরণ স্থল।

সৃষ্টি জগতে মানুষের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহ প্রদর্শনকারী ব্যক্তি হলেন পিতা-মাতা। এই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আমাদেরকে তাঁদের কথা মেনে চলতে হবে। তাঁরা মনে কষ্ট পান এমন কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাঁরা যখন বৃদ্ধ হবেন তখন তাঁদের সেবা-যত্ন করতে হবে। দুঃখ-কষ্টে সর্বদা পাশে থাকতে হবে। কারণ বার্ধক্যে মানুষ অসহায় হয়ে সন্তানের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। কিন্তু যৌবনকালে মানুষ বার্ধক্যের দুর্বলতার কথা ভুলে যায়। তাই কবি যৌবনকালে দুর্বল বৃদ্ধদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের গুরুত্বারোপ করেছেন। শেখ সাদি বলেন:

سالها بر تو بگذرد که گذار نکنی سوی تربت پدرت
تو بجای پدر چه کردی خیر؟ تا همان چشم داری از پسرت

(গোলাম হোসাইন ইউসুফ ১৩৭৪, ১৫১)

বহু বছর তুমি অতিক্রম করেছ
কিন্তু নিজের পিতার কবরের দিকে লক্ষ্য করনি।
তুমি তোমার পিতার সাথে কিরূপ ব্যবহার করছ?
তোমার সাথেও তোমার ছেলে ঐরূপ ব্যবহার করবে।

শেখ সাদি পিতা-মাতাকে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখার উপদেশ দিয়েছেন। সন্তানদেরকে সৎ, জ্ঞানী ও পরহেজগার করে গড়ে তুলতে হবে। সন্তানদের চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রয়োজনে শাসন করতে হবে। সন্তানদের বন্ধুদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে অসৎ বন্ধুদের সাথে মিশে নষ্ট হয়ে না যায়। শেখ সাদি *বুস্তান* কাব্যগ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে বলেন:

هر آنکس که فرزند راغم نخورد　　دگر کس غمش خورد و بدنام کرد
نگهدار از آمیزگار بدش　　که بد بخت و بی ره کند چون خودش

(মোহাম্মদ খাযায়েলি ১৩৭২, ৩২৯)

যে ব্যক্তি সন্তানকে শাসন করে না
লোকে তার ব্যাপারে করে ভর্ৎসনা।
অসৎ সঙ্গের ব্যাপারে সর্তক থাকবে
নতুবা সে নষ্ট হয়ে পথভ্রষ্ট হবে।

কবি শেখ সাদি আল্লাহ তায়ালার সকল সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। তিনি কুকুর, বিড়াল এমনকি পিপীলিকার প্রতিও দয়া করতে বলেছেন। দুনিয়াতে আল্লাহর সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া করলে আল্লাহ পরকালে দয়া করবেন। আল্লাহর সৃষ্টিকে বাদ দিয়ে আল্লাহর সন্ধান পাওয়া যাবে না। এমনকি জীবের সেবা ছাড়া মানুষের নামাজ, রোজা কোনো কাজে আসবে না। শেখ সাদি বলেন,

طریقت بجز خدمت خلق نیست　　بتسبیح و سجاده و دلق نیست

(মোহাম্মদ খাযায়েলি ১৩৭২, ১০১)

সৃষ্টির সেবা ছাড়া তরিকত সম্ভব নয়
তসবিহ, জায়নামাজ ও দরবেশী পোশাকে কোনো কাজে আসবে না।

শেখ সাদি কথা বলার ক্ষেত্রে সংযত হয়ে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ বেশি কথা বললে লজ্জিত হওয়ার ভয় থাকে। অনর্থক একশত কথা বলার চেয়ে যুক্তিনিষ্ঠ ও মূল্যবান একটি কথা বলা উত্তম। শেখ সাদি কথা বলার ক্ষেত্রে সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন। "হে জ্ঞানী! তোমার জিহ্বাকে সদা সংযত রাখবে।" কিয়ামতের আদালতে মানুষের কথারও হিসেব গ্রহণ করা হবে। শেখ সাদি বলেন:

کم آواز هرگز نبینی خجل　　جوی مشک بهتر که یک تو ده گل

(মোহাম্মদ খাযায়েলি ১৩৭২, ৩১১)

কম কথা বলো, দেখবে কখনো লজ্জিত হবে না
দশ জনের সমান কথার চেয়ে বুদ্ধিমানের একটি কথা উত্তম।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হল যৌবনকাল। শেখ সাদি এই যৌবনকালের জন্য আফসোস করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি যৌবনের সময়ের মূল্যায়ন করতে পারিনি। মহান আল্লাহ আমার কাছ থেকে এই যৌবনের মূল্যবান সময়

ছিনিয়ে নিয়েছেন। যার প্রতিটি রজনী শবে কদরের মতো ছিল।" তিনি যুবকদেরকে বলতে চেয়েছেন যে, তোমরা এখন দ্রুতগামী ঘোড়ার উপর বসে আছ। সুতরাং সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যাও। অর্থাৎ যৌবনকালে শরীরে শক্তি ও সামর্থ থাকতে ভাল কাজ করে নাও। শেখ সাদি *বুস্তান* কাব্যগ্রন্থের নবম অধ্যায়ে বলেন:

جوانا ره طاعت امروز گیر   که فردا جوانی نیاید ز پیر
(মোহাম্মদ খাযায়েলি ১৩৭২, ৩৬০)
হে যুবক! আজ ইবাদতের পথ ধর
বৃদ্ধকালে যৌবনকাল ফিরে আসবে না।

পৃথিবীতে এতিমরা থাকে বঞ্চিত ও অবহেলিত। তারা সব সময়ই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। তাই তাদের সামনে এমন কাজ করা উচিত নয় যাতে তারা কষ্ট পায়। কারণ তারা পৃথিবীতে আশ্রয়হীন এবং তারা সব সময় পিতা-মাতার স্নেহ ও ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত থাকে। কবি শেখ সাদি এতিমদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের প্রতি সামান্য আঘাতে কবির হৃদয়ে বেদনা অনুভূত হতো। শেখ সাদি *বুস্তান* কাব্যগ্রন্থে বলেন:

الا تا نگرید که عرش عظیم   بلرزد همی چون بگرید یتیم
(মোহাম্মদ খাযায়েলি ১৩৭২, ১৬০)
সাবধান আল্লাহর আরশ যেন না কাঁপে
কারণ এতিমের কান্নায় আরশ কাঁপে অবিরত।

শেখ সাদি মানুষের পারিবারিক জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ককে দুনিয়াতে জান্নাতের সুখ-শান্তি এবং সম্পর্কের দূরত্বকে জাহান্নামের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর মতে, পরিবারে বাধ্যগত সৎ স্ত্রী থাকলে গরীব স্বামী রাজা হয়ে যায়। যার সংসারে অনুগত সৎ ও চরিত্রবান স্ত্রী থাকে তার উপর আল্লাহর শুভ দৃষ্টি থাকে। ফলে স্বামী জান্নাতী সুখ লাভ করে থাকে। যার স্ত্রী নিজের মনের মতো হয়, সে দুনিয়াতে সকল কাজে সফলতা লাভ করতে পারে। শেখ সাদি বলেন:

اگر پارسا باشد و خوش سخن   نگه در نکویی و زشتی مکن
(মোহাম্মদ খাযায়েলি ১৩৭২, ৩২৬)
স্ত্রী যদি উত্তম চরিত্র ও মিষ্টভাষিণী হয়
চেহারার ভাল-মন্দ দেখা উচিত নয়।

ফারসি সাহিত্যের অন্যতম কবি শেখ সাদি সহজ সরল ভাষায় তাঁর চিন্তা-দর্শন কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তাঁর কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো উপমা ও দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা। এছাড়াও তিনি নিজস্ব দর্শন ও চিন্তা ভাবনাগুলো গ্রহণযোগ্য করার জন্য কুরআন ও হাদিসের উদ্ধৃতির মাধ্যমে বিভিন্ন গল্পাকারে তুলে ধরেছেন। এই সব গল্প অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় রচিত হয়েছে বলে সর্বসাধারণের কাছে যথেষ্ট গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। সৎ, আদর্শ, ও নান্দনিক জীবনযাপন করার জন্য নৈতিক শিক্ষার বিকল্প নেই। একজন মানুষকে আদর্শ ও নিষ্ঠাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং তার মধ্যে দায়িত্ব, কর্তব্য, মানবতা ও নৈতিকবোধ জাগ্রত করার জন্য নৈতিক শিক্ষা অপরিহার্য। তাই একজন মানুষকে সত্যিকারের আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নৈতিক কবি শেখ সাদির কাব্যের দর্শন ও চিন্তাধারাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। তাঁর কাব্যের দর্শন যদি কেউতার জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলে সে একজন সৎ ও আদর্শবান মানব হিসেবে গড়ে উঠবে। মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তাঁর দর্শন বাস্তবায়ন করলে সকল

ক্ষেত্রে কল্যাণ ও সমৃদ্ধি অর্জন হবে। তাঁর কাব্যের দর্শন ও চিন্তা ভাবনাগুলোর যথার্থ অনুসরণ ও অনুকরণ মুসলিম সমাজের সদস্যগণকে সত্যিকারের মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করতে সহায়তা তাদের পরকালীন মুক্তির পথকে সহজ করবে।

টীকা :

[১] শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দির পুরো নাম শিহাব উদ্দিন আবু হাফস ওমর বিন মোহাম্মদ সোহরাওয়ার্দি। তিনি ৫৩৯ হিজরিতে যানজান প্রদেশের সোহরাওয়ার্দি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন সুফি আলেম ছিলেন। মারেফাতের বিষয়ে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর শিক্ষা শেখ সাদীর জীবনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়। শেখ শিহাব উদ্দিন সোহরাওয়ার্দি ৬৩২ হিজরিতে মৃত্যুবরণ করেন (তাওফিক হা. সোবহানী ১৩৭৫, ২৯১-২৯২)।

[২] গজল অর্থ নারীদের সাথে কথা বলা, প্রেম নিবেদন করা, নারীদের প্রতি ভালোবাসা ও তাদের রূপ ও গুণের বর্ণনা, প্রেম ও সৌন্দর্য, যৌবনের কাহিনী, প্রেম কাহিনী ইত্যাদি (জর্জ মরিসন ১৩৮০, ১৭)। কবি ও সাধকগণ গজল গেয়ে প্রেমের মাদকতায় অপূর্ব তরঙ্গ উপভোগ করতেন। গজলের বেইত বা শ্লোক সংখ্যা সর্বনিম্ন পাঁচ এবং সর্বোচ্চ বারটি হবে (সীমাদাদ ১৩৮৭, ৩৫২)। গজলের প্রথম পঙ্‌ক্তির উভয় মেসরার অন্ত্যমিল হওয়া আবশ্যক। পরবর্তী সকল বেইতে শুধুমাত্র দ্বিতীয় মেসরাতে অন্ত্যমিল হবে। অর্থের দিক দিয়ে গজল এমন আঙ্গিকের কবিতা যা উৎসব-অনুষ্ঠানে কবি তাঁর অনুভূতি ও মনের অবস্থা বর্ণনা করেন। বিশেষ করে এতে প্রেম ও প্রেমের মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়। এ ধরনের কবিতায় এমন সব শব্দ থাকে যা সূক্ষ্ম, নমনীয়, কোমল ও সুমধুর শ্রোতাদের কর্ণে এর এক ব্যঞ্জনাময় প্রভাব পড়ে। শ্রোতাদেরকে ধরে রাখা হয় যাতে তারা কবিতায় বর্ণিত ভাব-কল্পনাগুলো উপলব্ধি করতে পারে এবং সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে বুঝতে সক্ষম হয় (যাহরায়ে খানলারি কেয়া ১৩৪১, ১)। গজল কবিতায় বিষয়বস্তু হল সাধারণত আল্লাহ তায়ালার মহিমা বর্ণনা, মোহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা, স্বদেশের মাহাত্ম্য বর্ণনা, আত্মপ্রশংসা, প্রেমাস্পদের রূপ ও সৌন্দর্য, তাঁর প্রতি অবহেলা, অনাদর, কথা না রাখা, নির্দয়তার বর্ণনা, প্রেমিকের বিরহ-বিচ্ছেদ-যাতনা এবং দুঃখের বিবরণ। এতে কেবল প্রেমই নয়, বরং গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তা, আবেগ, মানবীয় সংবেদনশীলতা, চারিত্রিক ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তুও স্থান পায়। তবে গজল একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এ ক্ষেত্রে কবি স্বাধীন, তিনি ইচ্ছা করলে একাধিক বিষয় একটি গজলে সন্নিবেশিত করতে পারেন (পারভিন শাকিবা ১৩৭৩, ২৩)।

[৩] কাসিদা হল প্রশংসা বা নিন্দাবাচক কবিতা বা শোকগাথা যা একই ছন্দ ও অন্ত্যমিলযুক্ত এবং সংক্ষিপ্ত হয় (*ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান* ১৯৯৮, ৬৮৪)। হিজরি চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে কাসিদা লেখক কবিদের স্বর্ণযুগ ছিল। কাসিদা এমন কবিতাকে বলা হয় যাতে প্রশংসা বা স্তুতিমূলক বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। যেহেতু কবি নিজ ভাবধারা, স্তুতি, উপদেশ, অভিনন্দন, সমবেদনা প্রকাশের ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এ জাতীয় কবিতা সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন, তাই একে কাসিদা হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ ধরনের কবিতার প্রথম বেইতের উভয় মেসরা এবং পরবর্তী বেইতগুলোর দ্বিতীয় মেসরায় একই অন্ত্যমিল থাকে। এ সব বেইতসমূহ একই ছন্দবিশিষ্ট হয়। এর বেইত সংখ্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশ থেকে একশত সত্তর পর্যন্ত হতে পারে। তবে কেউ কেউ পনের বেইতের কাসিদা রচনা করেছেন (রুহুল্লাহ হাদি ১৩৭৯, ১৯)। বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর করে এর বেইত সংখ্যা কম-বেশি হয়ে থাকে। এর প্রচলিত বিষয়বস্তু হচ্ছে- কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর স্তুতি, উপদেশ, অভিনন্দন, কৃতজ্ঞতা, গুণ বর্ণনা, অভিযোগ, গর্ব, বীরত্বগাথা, শোকগাথা, সমবেদনা, চরিত্র, আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় বিষয়াবলি, প্রভৃতি (আহ্‌মাদ তামীমদারী ২০০৭, ১৫৫)।

[৪] কেতা এর শাব্দিক অর্থ হলো কর্তিত, টুকরো, খণ্ড ও অংশ (মোহাম্মদ হারুন রশিদ ২০১৬, ৩৪)। ফারসি কবিতার সূচনাকাল থেকেই কেতা শ্রেণির কবিতা দৃষ্টিগোচর হয়। এ ধরনের কবিতা যেহেতু দেখতে কাসিদার মধ্যবর্তী কিছু বিচ্ছিন্ন বেইতের মতো দেখায়, সেহেতু একে

কেতা বলা হয়ে থাকে। এ ধরনের কবিতার প্রথম ছত্রের অন্ত্যমিল থাকে না। প্রত্যেক বেইতের সকল দ্বিতীয় ছত্রে অন্ত্যমিল থাকে। আর বেইতের সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই এবং সর্বোচ্চ ষোল। তবে ফারসি সাহিত্যের অধিকাংশ কেতার পঙ্‌ক্তি সংখ্যা দুই থেকে দশটি, যা প্রয়োজনে পয়তাল্লিশটি পর্যন্ত হয়ে থাকে। কেতা কবিতায় নৈতিক চরিত্র, সামাজিক, শিক্ষা, প্রশংসা, উপদেশ বা ব্যঙ্গ, শোক, প্রশস্তি, অভিনন্দন ও সমবেদনা, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় (রুহুল্লাহ হাদি ১৩৭৯, ৩১)।

তথ্যসূত্রঃ

ফারসি ও উর্দু গ্রন্থসমূহ

আযিমুল হক জোনাইদি ও মোহাম্মদ তাহের ফারুকি, *মোখতাসার তারিখে আদাবে ফারসি*, ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, পেশওয়ার, ১৯৬০ খ্রি.।

আল্লামা শিবলি নোমানি, *শেরুল আযম* (২য় খণ্ড), মালেক নাযির আহমদ তাজ বুক ডিপু, লাহোর, তা.বি.।

গোলাম হোসাইন ইউসুফ (সম্পাদিত), *বুস্তানে সাদি*, এন্তেশারাতে আঞ্জুমানে ওস্তাদানে যাবান ওয়া ফারসি, তেহরান, ১৩৫৯ হিঃ শাঃ।

গোলাম হোসাইন ইউসুফ (সম্পাদিত), *গুলিস্তানে সাদি*, এন্তেশারাতে খাওয়ারাযামি, তেহরান, ১৩৭৪ হিঃ শাঃ।

তাওফিক হা. সোবহানি, *তারিখে আদাবিয়াত*, এন্তেশারাতে দানেশগাহে পায়ামে নূর, তেহরান, ১৩৭৫ হিঃ শাঃ।

পারভিন শাকিবা, *শেরে ফারসি আয অগায তা এমরোয*, এন্তেশারাতে হেরমান্দ, তেহরান, ১৩৭৩ হিঃ শাঃ।

পারভেজ আতাবেকি, *বারগুযিদে ওয়া শারহে আছারে সাদি*, নাশরে পাজুহেশে ফারযান, তেহরান, ১৯৯৬ খ্রি.।

মরিসন জর্জ, *তারিখে আদাবিয়াতে ইরান আয অগায তা এমরোয*, ইয়াকুব অযান্দ (অনূদিত), এন্তেশারাতে গুসতারে, তেহরান, ১৩৮০ হিঃ শাঃ।

মালেকুশ শুয়ারা বাহার, *সাবক শেনাসী*, এন্তেশারাতে আমির কাবির, তেহরান, ১৩৭৩ হিঃ শাঃ।

মির্যা মকবুল বেগ বাদাখশানি, *আদাব নামে ইরান*, ইউনিভার্সিটি বুক এজেন্সি, লাহোর, তা.বি.।

মোহাম্মদ আলি ফারুগি (সম্পাদিত), *কুল্লিয়াতে সাদি*, রামিন প্রকাশনী, তেহরান, ১৩৮৩ হিঃ শাঃ।

মোহাম্মদ খাযায়েলি (সম্পাদিত), *শরহে বুস্তান*, এন্তেশারাতে এলমি, তেহরান, ১৩৭২ হিঃ শাঃ।

মোহাম্মদ জাফর ইয়াহকি,*তারিখে আদাবিয়াতে ইরান* (১ম ও ২য় খন্ড),ইরান শিক্ষামন্ত্রনালয়,তেহরান,১৩৭৭ হিঃ শাঃ।

যবিহ উল্লাহ সাফা, *তারিখে আদাবিয়াত দার ইরান* (৩য় খণ্ডের ২য় ভাগ), এন্তেশারাতে ফেরদৌসি, তেহরান, ১৩৯০ হিঃ শাঃ।

যাহরায়ে খানলারি কেয়া, *রাহনোমায়ে আদাবিয়াতে ফারসি*, কিতাবখানে ইবনে সিনা, তেহরান, ১৩৪১ হিঃ শাঃ।

রুহুল্লাহ হাদি, *অরাহায়ে আদাবি*, নাশরে কিতাবে দারসে ইরান, তেহরান, ১৩৭৯ হিঃ শাঃ।

সীমাদাদ, *ফারহাঙ্গে এসতেলাহাতে আদাবি*, এন্তেশারাতে মোরওয়ারিদ, তেহরান, ১৩৮৭ হিঃ শাঃ।

হাসান আনওয়ারি, *শুরিদেহ ওয়া বিকারার দার বারায়ে যিন্দেগি ওয়া আছারে সাদি*, এন্তেশারাতে কাতরে, তেহরান, তা.বি.।

বাংলা গ্রন্থসমূহ

আবদুস্ সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৯ খ্রি.।

আহ্মাদ তামীমদারী, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী (অনূদিত), আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০৭ খ্রি.।

নাজিম উদ্দিন ভূইয়া, *হযরত শেখ সাদী রহ.*, দি তাজ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.।

ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৮ খ্রি.।

মাহমুদুল হাসান নিজামী, *বোস্তান*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.।

মোস্তাক আহ্মাদ, *আল্লামা শেখ সাদীর আত্মদর্শন*, রোদেলা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭ খ্রি.।

মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম (সম্পাদিত), *মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ রচনাবলী* (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রি.।

মোহাম্মদ হারুন রশিদ, *বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি ফারসি উর্দু শব্দের অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬ খ্রি.।

শায়খ সাদী, *গুলিস্তাঁ*, মোহাম্মদ মোবারক আলী (অনূদিত), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রি.।

ইংরেজি গ্রন্থসমূহ

J. A. Boyle, *The Cambridge History of Iran* (Voll.5), Cambridge University press, Cambridge, 1964 CE.

Tanwir Ahmed, *A Short History of Persian Literature*, Naaz Publishing Center, Calcutta, 1991 CE.

W. G. Archer and G.M. Wickens, *The Gulistan of Sadi*, Capricorn Books, New York, 1964 CE.